লক্ষ হতে, নাম্বি ধরাতেঃ সদরেতে গেল গো । এত প্রকাণ্ডঃ নারীর কাণ্ডঃকিছু না ধ্যানিল গো ।। সুন্দরী পরেঃ গাত্রোত্থানান্তরেঃ নাম্বিয়ে ভূমেতে গো । প ড়ে অমনীঃ লোটে ধরণীঃ মণি হারা ফণি গো ।। ব লে বদনেঃ প্রাণে বাঁচিনেঃ সখীগণ বাঁচা গো । বিরহা নলঃ হয়ে প্রবলঃ দহিছে আমায় গো ।। কর মন্ত্রণা যাতে যন্ত্রনাঃ হরিতে এড়াই গো । শ্রবণে সখীঃ বলি ছে সে কিঃ অসম্ভব একি গো ।। বানরে গায়ঃ পীলা ভারায়ঃ না শুনি কথন গো । তোমা হইতেঃ পাই শু নিতেঃ হেন কথা কেন গো ।। পেয়ে পতিরেঃ তাই বু ঝিরেঃ ঠাট করে কহ গো । শুনিয়ে কাব্যঃ দাসের দিব্যঃ সত্য২ সত্য গো ।।

অথ মুঞ্জরীকে সখী গণের প্রবোধ ।।

ধুয়া । রাজ বালা উতলা হইলে কি হবে । বি লম্বে শুকল ফলে বলে গো সবে ।। আশা প থ নিরক্ষণেঃ দিন দুই প্রবোধ মনেঃ শেষে কব শেষ যুক্তি বিরহে মুক্তি পাবে ।।

পয়ার । কুমারী কহিছে তবে সত্য গো সঙ্গিনী । বিবাহ হয়েছে কিন্তু স্বামি নাহি জানি ।। কাছেতে আছয় পতি সত্য এহা বটে । ঘটেপোরা বারি কিব

উত্তলা হইলে কর্ম্ম সিদ্ধি নাহি হয় ।। স্থির হও ধৈর্য্য
ধর করিগো যন্ত্রণা । আর তুমি দিন দুই সহগো য
ন্ত্রণা ।। একান্ত জানহ কান্তের কেমনা শয় । পূর্ব্বপর্ব্ব
আছে কিনা হইবে নিশ্চয় ।। তোমার সঙ্গিনী মোরা
সঙ্গে তব থাকি । অসাধ্য করিতে মোর ভারতে কি
নাহি ।। ইঙ্গিতে ইন্দ্রত্ব লই অই করে স্বর্গ । করে দি
তে পারি বলে ফল চতুবর্গ ।। কুবেরে করিতে পারি
ধনের ভিকারী । পাপীগণে ধ্রুব লোকে তরে দিতে
পারি ।। বিস্তর প্রকাশ করি কিসের বা জন্য । অস
ধ্য সহস্র মোর গুন রাক্ক কন্য ।। কুমারী শুনিয়ে ব
লে সে আর কেমন । সতীত্ব পতিত করিতে নাহিক
মনন ।। এমত যন্ত্রণা কর দুই দিগ রয় । ধর্ম্মে থাকি
য়ে সুখে বিরহ করি জয় ।। সখীগণ বলে পুনঃ শুন
রাজ বালা । সতীত্ব রাখিবো আর নিবাইবে জ্বালা ।
শুনি ধনী ইষদ হাসিয়ে বলে তবে । সেকি দেখি প্রিয়
সখী নিবাইবে কবে ।। ধনীর উত্তলা দেখি সখীগণে
বলে । দিন দুই থাক আর উপবাস ছলে ।। সঙ্গিনীর
কথা শুনি ধনী হরষিত । শ্রীযুত শ্রীকণ্ঠ রায় বলে
লোক হিত ।। [illegible]

অথ বসন্ত আগমনে মুঞ্জরীর ভৎসনা ॥

ধুয়া ॥ আইল বসন্ত রাজ সামন্ত সহিতে । পতিত হক্ষা বিরহি জনা ভিতভয়েতে ॥ মদ নের তজিল ধারি অল্প লাবে করে ধরি জপ আন বাণ ছাড়ি বিরহির অঙ্গেতে ॥

দির্ঘ ত্রিপদী ॥ মনমথ ভাবে মনে, প্রতিজ্ঞা যাতে কেমনে, এই রূপে রব কত দিন ॥ কাছে থাকি নারী জন, না করিলে আলাপণ, জীবন হইবে দেহ হিন ॥ প্রবোধ না মানে কায়, কিসে প্রেম সিন্ধু পায়, হবে তার রব আলাপণে । নাহিক হলো উপায়, প্রেয়শী বুঝি আমায়, রহিলো নিদয় চির দিনে ॥ কেমনে সে নাগরী, গত করে বিভাবরী, নিকটে রাখিয়ে প্রা ণ ধনে । কবাংশীং তায়, মোর বিরহ জ্বালায়, নিবায় কেমনে ভাবি মনে ॥ পুরুষ অপেক্ষা অতি, অঙ্কহরে জল বতী, রতি ইচ্ছা অতি কম করে । পুরাণে কহিতে কয়, অষ্টগুণ কামী হয়, কিন্তু নাহি দেখি ব্যবহারে পুরুদের এক গুণে, প্রবোধ হয় শোন গুনে, আদি করে জীবনের লঙ্কা । রাবণ জীতাবে হরে, শির দিয়ে রাম করে, মজালে কনক পুরী লঙ্কা ॥ রমনীর ধর্ম্ম বড়, পুরুষ হইতে দড়, সভর প্রবাদে করে জয় । এই

যাতনায় পতন ।। সম্বিত পাইয়ে পরে, কান্দে রামা উচ্চৈস্বরে, বলে কেন এলেম কাননে এখানে আমি র ঐরি, আছে ওগো সহচরী; কি করি জাইবো কোন বনে ।। কামেতে পিড়িত কায়, দিগুণ জ্বলিল তায়, বিশেষ বসন্ত আগমনে । স্বরিয়ে তাহার গুণ, ক্রোধে বলে কর খুন; নারী হত্যা করয়ে রাজনে ।। এই জন্য সৃষ্টী পতি, দিল তোরে আয়ু অতি, তথাপী না হলো রে চেতন । মোরে বধি যশ রাশী, শিব পরে ফেল অসি, জাও দেখি নাথের সদন ।। তাহে বুঝি শক্তি তব মধ্যে হয় মম ভাব; বিপরিতে হিত উপাক্ষণ । ইত্য কালে ধনীকায়, শীতল মলয়া বায়, লাগি হয় অরো উচাটন ।। অনলে পড়িল হবি, ভাবথাক এবে ভাবি, অবিরত করয়ে ভৎসণ । তাইতে তোমারে বিধি, পিরিবা সিনিরবধি; করিলেন স্বভাব কারণ ।। দুষ্টের কাছে দৌরাত্ত্বি, না হিখাটে দেখ তথ্য; শীতের কাছে শীতলরয় । অবলা সরলা পেয়ে বারে২ বধিরিয়ে কিছু মাত্র দয়া নাহি হয় ।। পুনঃ২ কত কব; পাষানের কায়া তব, বেহায়ারি হায়া নাহি জন্মে । অবোধের বোধ কে থা, তব কাছে অভদ্রতা; ধিক২ ধিক তোর কর্ম্মে । আর না বকিবো তোরে; অল্পবাক্য লাগ করে

যে জনের হয় ভক্তি গীত। শ্রীকণ্ঠ বিনয়ে কয়, ভক্তের
একার্য্য নয়, অভক্তের মদ অনহীত ॥

অথ বসন্তের সৈন্য গণে ভংসনা ॥

দির্ঘ ত্রিপদী ॥ কামদেবে দক্ষ ধুর্ব্বাঃ উড়ুং মদ
প্রাণীত প্রবোধ না মানে আর মনে। বিষম ব্যঙ্কল
চিত্তঃ চিতা যেন প্রজ্বলিতঃ নিবারিত নাহি হয় জগে
কন্দর্প দেখি নয়নেঃ আহ্লাদে ধনুক বাণেঃ লইলেন
যতনেতে করে। ছিলে দিয়ে অতঃপরঃ হানিল বি
রহি পরঃ শয় বিষ্ক জর২ করে ॥ শরের আঘাতে বা
ণাঃ পাইয়ে অধিক জ্বালাঃ চঞ্চলা হইল অতিশয়।
এক জরাঙ্কার প্রত্নীঃ ধুমার গিন্ধেতে যামনীঃ ত্যক্ত
রসে নৃত্য আরম্ভয় ॥ কামে রামা জ্বর২ঃ ইহ করে
কলেবরঃ অর২ নির ঝরে নেত্রে। কোপেতে মন্মথে
কহেঃ জানি তোর পরিচয়ঃ প্রকাশিতে হৈল মোরে
লজ্জে ॥ মৎ সোদরে ছিলি দুষ্টঃ রতি না করিয়ে ন
ষ্টঃ জ্বালিলা অনল পুত্র হবি। না বলে জননী হায়ঃ
কেমনে তজিলি তায়ঃ রতি নইলি কি কপেতে কবি
তোর কি অসাধ্য কাজঃ আছে ওরে ক্ষিতি মাঝঃ মা
তৃ গমন পাপ কর্ম্ম বলি। আমারে বধিতে পার; কি
অসাধ্য আছে তোরঃ মন্ত্রার মন্ত্র গসিদ কি খালি

তবে একবজি তোরেঃ কি পৌরষ বধি মোরেঃ যশ
না পাইবে ক্ষিতি মাঝে । কেন কালে পিক বরেঃ
ডাকে কুহু২ স্বরেঃ শুনে ধনী হুতাশ গণিছে ।। বন্ধু ন
য় শত্রু সমঃ কারে বা বলিব কমঃ যমের দোসর এ
রা হবে । একের গৌরবে মরিঃ পঞ্চ জনে করি দলে
জারি বিরহির জারি কোথা রবে ।। কামেতে পিড়ি
ত অতি কহিছে ককিল প্রতিঃ তুই কেন পোড়াসরে
মোরে । তোরে আমি ভাল জানিঃ ঘটের যে শির
মণিঃ জননী হইয়ে ত্যাগ করে ।। ডিম্ব পাড়ে যেই
কালেঃ বায়সের বাসে ফেলেঃ অনাথ এ হবি বলে
জলে । কাকেতে পালন করেঃ স্ব পুত্র ভাবি অন্তরেঃ
পরে ত্যাজে শুস্বর শুনিলে ।। তাদের না রাখ ধর্মঃ
যারা করি অবকর্মঃ লালন পালন করে তোর । অবা
ক হলেম দেখেঃ যমের অরুচি লোকেঃ মোরে বধি
কি ফল পাইবর ।। সমুখে দেখিলে ধনীঃ মধুকর কত
গুণীঃ গুণ২ করে ফুলে বসে । কেহ করে মধুপানঃ
কেহ বা নাহিক পানঃ অপমানে পুস্পে পোড়া ঘসে ।।
আসিয়ে সকল মলিঃ মধু ভাণ্ড কৈল খালিঃ অমা
রী দেখিয়ে কোপে বলে । ও অ, আর মযুত মধুঃ না ক
রিল পান বঁধূঃ তাই বুঝি সাক্ষাতে দেখালে ।। পর

জনকেরে লিখ পাতি লিখিয়ে বিশেষ। বিরহ ব্যথা র তিনি করিবেন শেষ॥ কিন্তু এক সন্দেহ তাহাতে করি মনে। পতি থাকিতে পুনঃ পতি হইবে কেমনে যে হয় সে হয় রাজা করিয়ে মন্ত্রনা। ঘুচাইবে তোমার এ বিরহ যন্ত্রনা॥ নচেৎ আর কোন মত না দেখি উপায়। অন্য যুক্তি করিতে গেলে সতীত্ব যে যায়॥ শুনিয়ে কামিনী তাহে করিল উত্তর। উপযুক্ত রেছো ভাল লিখিতে পত্তর॥ পিতা এহাতে যদি না হন মনোযোগী। তীর্থ বাসে রব সখী হয়ে সর্ব্ব ত্যাগী॥ তথাচ সতীত্ব ধর্ম্ম নারিবো খোয়াতে। একালে কলঙ্কী পরকালে দণ্ডে দুতে॥ অহল্যার কত দুঃখ শুনেছো পুরাণে। না চিনিয়ে দেব রাজে রতি বিতরণে॥ আরং কত জনে করি উপপ্রতি। ভুগিছে নরকে পড়ে বিষম দুর্গতি॥ অতএব এই যুক্তি ঠিক হল মোর সার। আন সখী কাগজ লেখনী মস্যাধার॥ শুনে সঙ্গিনী আনে লেখনি সরঞ্জাম। সুনারী লেখে বসে সমস্ত বিবরণ॥

অথ মুঞ্জরীর পিতাকে পত্র লিখন॥

পরমারাধনীয় মহারাজা ধিরাজ

শ্রীল শ্রীযুত সুরেন্দ্র রাজ রায়
মহাশয় শ্রীচরণেষু
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসরং সেবক জনেন
নিবেদিতং

কান্তং প্রাপ্যা বিবাহাৎ সহচর স্বপিতং নিত্য মা
লাপ লোপাৎ বিশেষ ক্লেশ বৈশ্বানর কণনিচয়ৈ
র্জীবু সন্তাপিতেন। স্ত্রী ত্বাৎ কন্যা জনেন প্রথম ম
ন নয়া শক্ত চিত্ত্যেন দুঃখ তস্মাৎ লজ্জাং সত্যজ্য
বর্য্যং পিতুরপি ভবতঃ পাদ পদ্যে নিবেদ্যং ॥

অর্থ ॥ পতির সহিত মম প্রত্যহ শয়ন। কিন্তু নাহি
কৈল কভু ভুক্তে আলাপণ ॥ রমনী হইয়ে আমি অ
গ্রে নাহি পারি ব্যভার নাহিক আর দেখহ বিচারি ॥
একারণ দাঁহ্য হই বিরহা নলে। সরমে সরায়ে ক
হি শ্রীপদ কমলে ॥

অথ মুঞ্জরীর লিপি সুরাট নগরে প্রেরণ ॥

লিপি লিখি রাজ কন্যা দিল এক ভাটে। কহিল
ত্বরিতে যাবে পিতার নিকটে ॥ গোপনে তাহারে
পাতি করি সমাপণ। প্রত্যুত্তর আনি দিবে এই নিবে
দন ॥ পাতি লয়ে দ্রুত গতি যায় সেই ভাট। ক্রমে
উপনিত হৈল শুরেন্দ্রের পাট ॥ সভায় যাইয়ে দ্বিজ

দিল রার্য্যাখরে। লিপি পেয়ে কহে ভূপ বৈসে দ্বিজ বরে ॥

অথ মুঞ্জরীর লিপি প্রাপ্তে সুরেন্দ্র রাজার অব গতে কন্যারে পূনঃ সয়ম্বর দেওনে বিচার ॥

পয়ার ॥ মুঞ্জরী খন্ততির পতি পাইয়ে করে। সুরেন্দ্র খুলিল তাহে অতি সমাদরে ॥ অধ্যয়ণ করি পাতি ভুপতি দুঃখিত। কেন নাহি পাইল মোর কুমারী প্রীত ॥ অবন্য জামতায় যে বৃত্যয় হইল। পুরুষার্ত্ত নাই তার পত্রে বুঝাইল ॥ রমনী লইয়ে কুয় একত্রে শয়ন। কি রূপে রহিল সে না করি আলাপণ ॥ যার আছয় শক্তি করিতে রতি রঙ্গ। কাদাচ না পারে থাকিতে দেখি বাম অঙ্গ ॥ কেমনে মুঞ্জরী সতী সহেগো বিরহ ॥ উপায় করিতে মোরে হৈল নিঃসন্দেহ ॥ পুনঃ সয়ম্বরে তার সতীত্ত না যাবে। অক্ষত যোনী মানী যে এমত স্বভাবে ॥ তথাচ পাণ্ডিত্ত গণে জিজ্ঞাসিতে হয়। এত ভাবি দণ্ড ধর স্বভাসদে কয় ॥ শুনি সভাসদ গণে করিয়ে যুকতি। স্বয়ম্বর ব্যবস্থার দিল অনুমতি ॥ কিন্ত কহিল ভূপে শুনহে রার্য্যাধর। পতি থাকিতে কি রূপেতে হবে স্বয়ম্বর ॥ এমত ব্যবস্থা মোরা না পারি কহিতে। অ

তোরে আর জামতায়। বিরহ করিব শান্তি বিনাশিয়ে তায়॥

অথ সুরেন্দ্র রাজার প্রত্তুত্যর লিখি লায় প্রেরণ॥

কন্যার প্রেরিত ভাট বসিয়ে আছিলো। ভূপতি ডাকিয়ে তারে প্রতুত্যর দিলো॥ বেতন ভাবিয়ে কিছু অথ দিল আর। সন্তুষ্ট হইয়ে দ্বিজ চলে নিজাগার॥ কত দেস এড়াইয়া পায় মিথিলায়। রাজ গৃহে উপনিত হইল তরায়॥ সখী সংযোগে লিপি পাঠায় অন্ত পুরে। হাসিং সেই দাসী দিল কুমারীরে॥

অথ সুরেন্দ্র রাজার প্রত্তুত্যর প্রাপ্তে মুঞ্জরীর বিজ্ঞাপণে আনন্দ॥

লঘু ত্রিপদী॥ জনকের পাতি, পাইয়ে যুবতী; খুলিলেন স্বযতনে। অতি সংগোপণে, লিপি অধ্যয়নে হরষিত হৈল মনে॥ সঙ্গিনীরে বলে, বিধি অনুকূলে; তব বাক্য হলো মান্য। সয়ম্বর পিতে, দিবেন ত্বরিতে; তাহে না হইবে অন্য॥ পতিরে আমারে; ছলে ছল করে; লয়ে যাবে নিজ রাজ্য। আমার এ ধন করিহয়ে নিধন; সয়ম্বর দিবে ধার্য্য॥ দেখ সহচরী; করে তর ধরি; প্রকাশ না কর অন্য॥ এবড় বিষম, যা

ক্যস্তাব কম; কাযেতে নহে সামন্য।। জীবনে আঘা
ত; পাবে মম নাথ; অক্ষ্যাৎ না হবে আর। শুনিলে
এমন, নিতান্ত নিধন, মোরে করিবে ঈশ্বর।। সাধ্বা
স্থূণ দোষে; প্রাণেতে বিনাষে; ধর্মের এ কর্ম নয়।
কি বিচারে পিতে; রত হেন চিতে; মা বুঝি একি আ
লয়।। অবিচারে রাজ্য; নাহি থাকে ধার্য্য; তৎজন্য
সভাসদ। তারা বা কেমনেঃ ব্যবস্থা রাজনে; দিলো
পেঃ হেন অসত।। হবে অনুমান; পেয়েছে প্রমাণ
জ্ঞান বান হয়ে হেন। না পারিবে নীতে; এমত করি
তে; নহে এযে সাধারণ।। প্রাণের সমানী; তুমি যে
সঙ্গিনী; হও বাল্য কালা বধি। আর যে তোমাহতে;
বিশিষ্ট গুণেতে; যড়িত করেছে বিধি।। সেই জন্য
আর; করি সমাদর; গুপ্তকথা ব্যক্ত করি। দেখ মোর
ক্রিরে, কর দিয়ে শিরে; সত্য কর সহচরী।। শুনিয়ে
সঙ্গিনী; বলে ঠাকুরাণী; কেন কর চিন্তা কাল। আ
মার এদেহ, হয়েছে নির্ব্বাহ, তবআয়ে চিরকাল।। তব
অনহিতে; না ভাবিব চিতে, থাকিতে এ দেহে প্রাণ।
যদি ভাবি মন্দ; হবো আমি অন্ধ; ত.স মুখে পিণ্ড
দান।। আর করি দিব্বি, আস্তমে জাহ্নবী, যেন নাহি
পাই ধনী। তোমার মঙ্গল, করণ মঙ্গল, জ্বালা দে

থে জলে প্রাণি এ ভব দুঃখে দুঃখি, হলে সুখ সুখি; ষৈলে মরি তে হয় ভাবো। কিন্তু তাহা নয়, জানি গো নিশ্চয়, একা এসে একা যাবো॥ সে যা হক বেশন কবে তোমা পদে জয়ে যাবেন রাজন। বিনাশিয়ে শত্রু দিবে সমুখরু হবে দুঃখ নিবারণ॥ অদিনীর দির্ঘ শুনিয়ে যে অভ্যন্তর সেন্য শুবণে ভেবনা তারি হ আর বিঘ্ন আমার হইল যে শুবণে॥ এই মত বেলে কথপ ক্ষণে হলো থাক অবসান। যামিনী আইলো শয়নে চলিল করি কিছু জলপান॥ একত্রে শয়ন করিল দুজন, মনমথ পূর্ব মত। সয়ম্বর প্রাপ্তি পাইয়ে যুবতী ক্ষণে হলে নিদ্রা গত॥

অথ সুরেন্দ্র রাজার চতুরী শিখন মনমথে
লিখনে আনিষ॥

পয়ার॥ বহু দিন জাগরণে অচৈতন্য ধনী। নিদ্রায় বঞ্চিল অদ্য সুখের রজনী॥ মনমথ প্রভাত দেখিয়ে বিধি বলি। শয্যা হতে উঠিয়ে বাহিরে গেল চলি॥ গগনে অধিক বেলা দেখি সহচরী। দ্বার খুলিয়ে দেখে শুয়ে আছে সুন্দরী॥ ডাকিয়ে করিল তার অথ নিদ্রা ভঙ্গ। বলে কন্যা হয়েছিল বুঝি পতি সঙ্গ ... এক প্রসঙ্গে রঙ্গে জাগিয়ে সর্ব্বরী।

অতএব কুলসব নারী সঙ্গে ভাল । বেদে শুনি এই
রাশি রমনী মঙ্গল ॥ শুনি পুনঃ সখীগণ কহে মন
মথে । বিশেষ নায় তব জায়া কহিল তোমাকে ॥ শু
নি রায় পুনঃ রায় কহে রমনীরে । তব সঙ্গে যেও র
ঙ্গে জনক আগারে ॥ নাথ বানি শুনি ধনী হৈল হ
রষিতে । ভাবে চিত্তে পাখি পিতে তোমায় নাশি
তে ॥ স্বয়ম্বর দিবে আর এই সে কারণ । দুই জনে,
যেয়াওনে ছল বিবরণ ॥ আমি তব শত্রু হব যা ভে
বেছো মনে । পুনঃরাজ্ঞ রসরায় আসিবে ভবনে ॥
হেন কাল নিদ্রা কাল হলো উপস্থিতে । মনমথ প
র্ব মত রহে বোধি চিতে ॥ রাজ বালা যাবে জ্বালা
ভাবিয়ে অন্তরে । সুখে রত নিদ্রাগত হবে স্বয়ম্বরে
মনু বলে কোন ছলে, ফেরণ রমনী । কোন ভাবে র
থে করে কিছুই না জানি ॥

অথ মনমথ এবং মঞ্জরীর সুরাট নগরে
গমন উদ্যোগ ॥

পয়ার ॥ রজনী প্রভাত হলো অরুণ উদয় । শয্যা
হতে গাত্রোত্থান কৈল রসময় ॥ সখী সম্বোধনে ব
লে আপন আলয় । পিত্রালয় যাবে যদি রহলো
সংস্কার ॥ পতি বাক্য শুনে সতী উঠে নিদ্রা হতে ।

বেশভূষা করে ধনী আপনার যত্নে।। স্বর্ণ অলঙ্কারে
অঙ্গ করিয়ে ভূষিত। মুক্ত কণ্ঠি দিয়ে কণ্ঠে মর্দনে
আবৃত।। বারানশী বাস পরে অতি মনোহর। প্রবা
ল প্রভিতিকায় যড়িত জহর।। তুলনায় তুলনা যাহা
করি যে মনে। শতকোটী সৌদামিনী যিনী সে বর
ণে।। তাহে বেশ ভূষা করি রহিলো কামিনী। হেরি
লে টলয় মন যোগী ঋষি মুণি। স্বয়ম্বর হবে মোর
ভাবি এই জ্ঞানে। আনন্দেতে যাত্রা করে বিধি নাম
ধ্যানে।। বাহিরে আসিয়ে পরে রহিল জমারী। ক
ত ক্ষণে প্রাণ নাথ লবে সঙ্গে করি।। এখানে জমার
রায় ভার্য্যায় কহিয়ে। বাহিরেতে গেল চলি প্রফুল্ল
হইয়ে।। বাছিয়ে লইলো দুই অশ্ব মনোহর। সাজা
য় আপনী রাঙ্গ দিয়ে বাক ডোর। পরে ঘরে আসি
করে আপনার সাজ। বর্ত্তনে বাহুল্য হয় নিজে যুব
রাজ।। জহরে যড়িত রাস মধ্য কত মণি। সেই তা
জ মস্তকেতে দিল গুণ মুনী।। মুক্তার হার তার ম
ধ্য ধুক ধুকি। গল দেশে দিল রায় কিবে চক চকি
মাণিক অঙ্গুরি অঙ্গুলে দিয়ে জমার। করেতে লই
লো অতি তিক্ষ্ণ তলোয়ার।। ভাবে মনে আমি আর
রমনী যাইবো। রক্ষণে রক্ষক আর সঙ্গে নাহি লবো।

গোপনে যাইব মোরা অন্য না জানিবে। অন্য পরে সঙ্গে নিলে প্রকাশ হইবে॥ এত ভাবি মনমথ এক চিত্তে বৈসে। আরাধনে চতুরাননে মনের মানসে॥ বিরিঞ্চ মুখে বলি যাত্রা করি পরে। কান্তারে আশ্বা নে যায় আপন অন্দরে॥ সখী গণে নিষেধ করিয়ে সুবরায়। রমনী লইয়ে গুপ্ত পথে বাহিরায়॥ দুই অশ্বে দুই জনে কর [illegible] আরোহণ। মাগে বলে যে ওমা হে বধিবে জীবন॥

অথ মুঞ্জরীর পুনঃ সয়ম্বর দেওনের মানষে সুরেন্দ্র রাজার সভা ও মনমথে নিধন করিয়া মুঞ্জরীরে আনয়নে সৈন্য গণে প্রেরণ।

দির্ঘ চৌতুস্পদি॥ পর দিন প্রাতঃকালেঃ হরষিতে ভাট চলেঃ উপনিত সেই স্থলে যথায় রাজন। জাম তার সমাচারঃ ভূপে করে সুবিস্তারঃ আসিবেন এ গারঃ রমনী মদন॥ দ্বিজ মুখে বিবরণঃ শুনি সুরেন্দ্র রাজনঃ সয়ম্বর নিমন্ত্রণঃ করে দেশেং। লিখিল পত্রে তে রায়ঃ বিভা দিব পুনঃরায়ঃ অক্ষত যোনী কানায়ঃ দৈধর্ম আভাবে॥ বিভা হবা মাত্রে পতিঃ করিয়াছে স্বর্গে গতিঃ পুনঃসয়ম্বরে সতীঃ করিবে কন্যায়। লি পি পেয়ে নৃপ গণঃ আসিতেছে অগণনঃ সুরেন্দ্র যে

আবাহনঃ করয় সবায় । নারী শূন্য রাজ্য যায়ঃ আ
ইল অধিক তায়ঃযদি কন্যা হয়দ্বারঃ করিবে আমি
পর । উপযুক্ত যুক্ত সতেঃ হবেনা যে দুঃখ পেতেঃ রয়
সুখে দিনে রেতেঃভাবে পরস্পর ॥ সভায় কি শুভো
জনঃ বসিয়ে পণ্ডিত গণঃ করে শাস্ত্র আলাপণঃ ন্যা
য়ের অন্যায় । সুরেন্দ্র রাজন সদ্রেঃ দিবস গণনা ক
রেঃ অদ্য সহিত কুমারেঃ পাঠাব কন্যায় ॥ এখন উ
চিত গণ্যঃ আমতা বধের জন্য পাঠাইতে শত সৈন্য
হইল আমায় । পথ মধ্যে বধি তারেঃ বালাবে আ
নিবে ঘরেঃ না জানিবে অন্যপরেঃ এমত অন্যায় ॥ এ
ত ভাবি মহারাজঃ সাধিতে পুত্রীর কাযঃ সৈন্যগণে
বলে আজঃ যেতে হবে রণে । মঞ্জরী লয়ে কুমারঃ
আসিতেছে মম্মাগারঃ হয়ে তোরা আগুসারঃ বধি
বি দুজনে ॥ অন্যায় বিরোধ করিঃ কাড়ি লবে তার
নারীঃ আমতার প্রাণ হরিঃ কুমারী আনিবে । দেখরে
সাবধানঃ সংগোপণে নাশি প্রাণঃ হবে সিদ্ধ অভি
প্রানঃ কেহ না জানিবে ॥ রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবেঃ
সাজ করিরবেঃ সাজে লয়ে সাজে সবেঃ পাঁচ হাতি
য়ারে । যেন কালান্তক কালঃ সমরে নৈপুণ্য ভালঃ
কেহন। মারিয়ে তালঃ যায় আগুসারে ॥ এই রূপ দ

আমি মূর্খ গালি বাক্য করিয়ে হেলন । রমণীর কথা শুনি নিকট মরণ ।। এবে ধনা আসিয়ে কদ্ধক দেখি রণ । তবে তো বুঝিতে পারি সীতার হরণ ।। এত ভাবি জমদার কহিছে সৈন্য গণে । অন্যায় বিরোধ কেন কর আমা সনে ।। প্রাণ থাকিতে কেহ পারে নিজ ভার্য্যা দিতে । পর জায়া পরে দিতে অকাতর চিতে ।। রামায়ণে শুনিয়াছ রাবণ বারতা । স্ববংশ মরিল তবু নাহি দিল সীতা ।। আমার থাকিতে প্রাণ প্রাণে নাহি দিব । মৃত্যু কালে একবার স্মরণ করিবো ।। তর্জ্জন গর্জ্জন করে শুনি সৈন্য গণ । সহমানে নাহি দিলে হইবে নিধন ।। আপনার প্রাণ হতে শ্রেষ্ট কেহ নয় । আপনি মরিলে জায়া কোথায় বা রয় এত বলি সৈন্য গণ কাটিতে উদ্দত । বসু বলে তলোয়ার ধর মনমথ ।।

অথ সুরেন্দ্র মর্দ্দা সৈন্য গণের সহিত মনমথের যুদ্ধে জয় ।।

একাবলি ।। মনমথের বিপদ দেখিয়ে । সতী ভাবে অধ মুখে বসিয়ে ।। পিতার প্রেরিত বুঝি বা হবে । নচেৎ এরূপ এল্যো কোন ভাবে ।। অন্যায় কারি মধ্যে কার সাধ্য । এত সৈন্য আর কার বা বাধ ।। অ

ক জন জীবনে ।। মৃত্তিকা ভিতিল সৈন্য রুধীরে। কন্দ ম ময় যে স্থানে সমরে।। বিপদ হতে পায় রায় মু ক্তি। বিধি লইলো আপনার শক্তি।। অবশ হৈল অ ঙ্গ শক্তি হীনে। রুধির দেখিয়ে কম্পে সঘনে।। মন মথ মুর্চ্ছাগত হইলো। অচৈতন্যে কর্দ্দমে পড়িগেল শ্রীকণ্ঠ বলে দেখ সেই ধ্বজধারী। মরে নাই বেঁচে আছে আ মরি।।

অথ মনমথের মূর্চ্ছা মোচন মানবে মুঞ্জরীর অঞ্চল বিছাওন।।

দির্ঘ ত্রিপদি। শত সৈন্য করি হত, মনমথ মূর্চ্ছাগ ত, রণে পড়ে অচেতন্যে তবে। কর্দ্দম রুধির ভায়, শোণিত হয়েছে কায়, শব ভাবি স্থান লয় শিরে।। মুঞ্জরী তফাতে থাকি, পতির অবস্থা দেখি, ভাবে ম নে কি করি এখন। শত্রু সৈন্য মারি নিজে, না মরে জমার নিজে রণ শিক্ষা না দেখি এমন।। পেয়ে দৈ কিবে দৈব বল, নচেত এমত বল, কার আছে ত্রিভুবন সংগ্রামে। একা জীনে শত্রু জনে, না হেরি কভু নয়নে, গন্ধর্ব্ব সম্ভব হয়েছে।। যেগুণ আছে যার, শিক্ষার ... রনু ঝি তার সৈন্য সব গেল। আপনার ... দ হইল মরণ, প্রিয়বর মদন ফুরাল ... বে

হলো প্রতিজ্ঞা পালন। তবু এরে কয়ি ধন্য, অসহ্য তা সহ্য সন্য, এত দিন ছিলো গো কেমন।। রমণীর যে রমণ, এক দিন নিবারণ হইলে হয় কামে উন্মাদিনী। অষ্ট গুণ গুণি গণে, বল সে থাকে কেমনে, তবে রয় লজ্জায় যে মানী।। শুমঙ্গল দেখি রায়, পুলকে পূর্ণিত কায়, অদ্য মোর ভাগ্যদয় ভাল। সব দুঃখ গেল দূরে, কুমারী প্রসন্ন মোরে, বসু বলে কি মোর কপাল।।

অথ মনমথের চেতনে প্রতিজ্ঞা পালন দর্শনে মুঞ্জরীর স্থানে রতি গ্রহণ উদ্যোগ ।।

ধুয়া।। মনমথ হরষিত প্রতিজ্ঞা পালনে। মৃতে জীব আবির্ভাব যেমন রাখানে।। বিধি হয়ে অনুকূল, পাতায়ে দিল অঞ্চল, নির্ব্বান বিরহানল, হলো এতো দিনে ।।

পয়ার ।। বিস্মৃত হইয়ে সতী আপনার পণ। পতির অবস্থা দেখি করিয়ে যতন। আপনার অঞ্চল পাতিয়ে ধরাতলে। সমাদরে শোয়াইল শির রাখি কোলে। দৈবের ঘটন ইহা হৈল দেবাধিনে। বিধির লিখন যাহা কে রাখে বারণে।। সময় গেলে ফলে শুফল তন্ন ধরে। নিয়ম অতীত হলে রক্ষ কে

বা ক্রমে ।। মনমথের চেতন দেখিয়ে কুমারী। তাবে মনে যাওয়া হৈল জনকের পুরী।। কিন্তু নাথে আছা তে সংশয় অতিশয়। কেমনে নাশিবে পিতে সমনে দুর্জ্জয় ।। তবে এক ভরসা আছয় বড় মনে। জনক হৃদয় মোর জমাত্র সিধনে।। বহু সৈন্য আছে তাঁর ব হু বুদ্ধি ধরে। ছলে কৌশলে কাল পাঠাবে যম ঘ রে ।। এক্ষণে উঠিলে বাঁচি যাই পিত্রালয়। একরে নাশিলে পরে সয়ম্বর হয় ।। এই মত কুমারী চিন্তয় মনে মন। কুমার দেখিল উঠে প্রতিজ্ঞ পালন ।। লক্ষণের ফল ধরা ধরা সমস্তুনে। উদরস্থ হলো আ জ বিধি অনুকূলে ।। কি ক্ষণে প্রভাত নিশী হইল আমার। রাজা হলো রাম চন্দ্র হরিষ অপার।। এত দিনে বিরহ বহ্নি হলো নির্ব্বান। গ্রহণ করি সুখে সতার রতি দান।। শ্রমের সফল মোর হলো এত দি ন। ভোগের লক্ষণ বটে ভুগি কি কারণে।। উদর পু রিয়ে আগে সুধা করি পান। বহু দিন উপবাসে কত রাছে প্রাণ।। তবে তো যাইবো মোরা সুরাট নগরে সারদুব ফেলে কেবা অসারে আদরে।। এই মত মন মথ ভাবেন মনেতে। বিলম্বেতে কিবা ফল রতি নই পথে। প্রবোধ না মানে মন ধৈরয না ধরে। পঞ্চ

যাব্রি হৈল সীতা রক্ষা কেবা করে ।। ক্রমে অনুক্রমে
কামের কামাদে । কোরে ধুনি কম্পিত ভৃঙ্গ কমলে । গ
নে ।। মলয়া পবন তায় মন্দ২ বয় । প্রেম সিন্ধু উথলি
ল ধৈর্য্য নাহি হয় ।। বিশেষত গঞ্জরি গমন্য দেখি
তথা । নির্জ্জন আসন বটে ঘটিলে একত্তা ।। এতেক ভা
বিয়ে ধীর সুন্দরীরে ধরে । বৈস২ রস বলে এ সুখ
শৃঙ্গারে ।।

অথ মুঞ্জরীর স্থানে মনমথের রতি প্রকরণ ।।

একাবলি । রস রাজ কাল ব্যাজ না করি । ত্যাজি
লাজে রতিরাজে ও অরি ।। বাক্য ব্যায় নাহি ব্যায়
করয় । পণ ভঙ্গে বাম অঙ্গে পশয় ।। কণ্ঠে ধরি মুখপ
রি চুম্বয় । খুলি বাসে মন্দে কসে জড়য় ।। দুই ভুজে ধরি
কাছে ফেলয় । গজেন্দ্রনী যেমনী ধরায় ।। নিজ রাজে
সুখ আশে শুইলো । দাঁথে কাটে অধরেতে নাসে বুঝি
ল ।। মহামোদে ধনী পদে ধরিয়ে । জানু পঙ্কে সম্ভ্রা
দরে রাখিয়ে ।। মনমথ রতি পথ খুলনে । ধরি কলে
প্রিয়মা শে বদনে ।। তাহে অধরে ঘন২ পরে ঘনঘন
ঘ চুম্বন আঁকমন মর্দনে ।। গিরি কুচ ধরি কুচ মর্দ
য় । সুখ সিন্ধে নানা ছন্দে বন্ধনা ।। রতি রাজে কা

সে লাজে পতনে । দুই ধার একাকার রপ্তানে ।। উভ
য়ের সুখধর মিলনে । মহামোদে পাড়ি হৃদে মদনে
। ঘনং ঝনং নপূর । বাজি বাজে পদমাঝে ঘুঙ্গুর ।। অ
ভরণ ওকঙ্কণ বাজয় । দামিনীয়ে জল ধরে লুকায় ।।
ভিন্ন বেশ বিন্যাস কেশ বিহিনা । অবিলম্বে দু নিত
ম্বে তাড়না ।। ধ্বাস মন দুই জন পতনে । বিদ্ধে বাণ ক
ম্পবান সঘনে ।। প্রিয়ে মধু ধরি বক্ষু ঝলকে । হৃস
ঙ্কিতে হে বঙ্কিতে পলকে । মর্ম্মে কায় বাহি রায় শু
মেতে । অনসাঙ্গে রস রঙ্গে ক্রমেতে ।। জরং কলেব
র কটাক্ষে । সুখসাস্তে রাথেকান্তে যে বক্ষে ।। দুইচিত
্তে আকুঞ্চিত শীৎকারে । নাগ পাশে বদ্ধি কমে বি
হারে ।। ঘন ঘনে আলি ঙ্গনে চাপয় । মহাপ্রেমে ধনী
ভাবে বাড়য় ।। রতি রঙ্গে কত ভঙ্গে ভঙ্গিমে । নায়
ছিবে যে বর্ত্তনে অঙ্গিমে ।। বান্ধি প্রেমে কত সুখে
জন্মেতে । মহানন্দে সুখ বিন্ধে ভুমেতে ।। হলো সা
ঙ্গ পূর্ণাহুতি প্রাপ্তয় । রতিঅন্তে প্রাণ কান্তে ধরয়
নিবা সুখে পেয়ে সুখে ভারতে । পড়ে ধোঁছে কাম
মদে কম্পাতে ।। ধর শুন্য অচৈতন্য হইয়ে । রতিশ্বর
বায় কর লইয়ে । কিছু পরে জ্ঞানান্তরে পাইয়ে । অ

অঞ্জিতে ধনী চিত্তে ধাইয়ে ॥ বাহিরায় রামুং প্রফু
ল্লে। বসু রলে বিরহানলে ভুলে ॥

অথ মনমথের রতি গুহণে মঞ্জরীর বিস্ময়ে
স্বামীরে শুধাওন ॥

পয়ার। নাগর নাগরী দোঁহে রতি রঙ্গ সারি। দৈ
ন্যে অভ্রাইলে বিরহানলে পাসরি ॥ জন্মাবধি উপবা
সী আছিল দুজনে। অদ্য পুষ্ট পরি পুষ্ট সুধা সুধা
পানে ॥ উভয়ের অঙ্গ হৈল সুখেতে অবশ। অনঙ্গে
আবৃত্ত কায় রাখিল অলস ॥ কিঞ্চিত বিলম্বে ধনী
উঠিয়ে অগ্রেতে। সুখ পেয়ে মহা সুখি পতির প্রে
মেতে ॥ যৌবনাবধি জ্বলে বিরহানলে সতী। বন দ
গ্ধ মৃগী মত দহিত সে মতি ॥ পতি সমশর্গে স্বর্গ
পাইল করেতে। নির্ব্বান বিরহ বাণ হইলে দৈবেতে
জ্বলন্ত অনলে বারি ডালিল অমার। অদ্য পরশনে
গেল বিরহ বিকার ॥ কিন্তু বড় অসম্ভব ঘটনা ঘটনে।
আশ্চর্য্য মানিয়ে ধনী চিন্তয় যে মনে ॥ রতি শক্তি
নাহি কান্তে করি অনুমান। দুঃখে লিখিলাম পাতি
পিতা সন্নিধান ॥ সয়ম্বর সম্বন্ধ করিয়ে উদ্যোগ।
আমাগণে নেয়াওনে এই অনুযোগ ॥ পথ মধ্য এ
কি রঙ্গ নাথ কৈল ভোগ। এত কাল থাকি কাহে না

হলো অভোগ ।। বুঝি আমার যত্নে কষ্ট অন্য হ য়ে। লইলেন পতি রতি বিরহি দেখিয়ে।। কি ভাবে অভাবে কান্ত ছিল এত দিন। ভাবিয়ে না পাই ভাব স্বভাব কঠিন ।। এখন আমার হৈল বিষম বিপদ । পতি পিত্রালয়ে গেলে ঘটিবে আপদ ।। কেমনে নি শ্চিন্ত নাথে নহে অন্য ভাব। পুনঃ স্বয়ম্বরে আর কিবা হবে লাভ ।। এখন কহিলে কথা পরাণে জুড়াই। কি কারণ উপবাসী সকল শুধাই ।।সুরাট নগরে আর যে তে করি মানা। দুই জনে থাকি সুখে ঘুচিল যাতনা। এতেক চিন্তয় যদি আপনার মনে। ইত মধ্যে ঠাকু র সহাস্য বদনে।। বলে প্রিয়ে চল তবে জনক আল য় । অদ্যই হইবে যেতে কল্য কার্য্য হয়।। বিলম্ব না কর আর অশ্ব আরোহণে । না পৌঁছিলে নিকেতনে ভাবিবে ভবনে।। এতেক ভারতি সতী পতি মুখে শু নি। কহেন মধুর স্বরে গুন গুণ মনী ।। দাসী এইনি বেদন করে পদতলে । নিদয় আছিলে যারে সদয় কি বলে ।। এত দিন একত্রেতে করিয়ে শয়ন। না হ ইল এক দিন দেবে আলাপন ।। পিত্র্যাবধি এখিয়ে বিরহ অনলে। আজ কেন নিলেরতি এমতি অন্ত রে ম এমত লয়ন সভার পূর্বে না জানি। ত্যজিলে

গুলিয়ে লও গুণেরে বাখানী ।। সদয় হইলে যদি অ খিনী উপর । যাইতে না পারে নাথ সুরাট নগর ।। আর মোরে কৃপা করি কর হে প্রচার । কি কারণে উ পবাসী আছিলে অমার ।। শ্রীশ্রীকণ্ঠ বসু বলে জান না কারণ । মনে ভেবে দেখ দেখি হইবে স্মরণ ।।

অথ মঞ্জরীর প্রতিজ্ঞা বিস্মরণে মনমথ কত্রিক চেতন ।।

লঘু ত্রিপদী ।। ভার্য্যার বচন, করিয়ে শ্রবণ; ভাবে মনে কি আশ্চর্য্য । মনে এই লয়; পণের বিষয়, বি স্মৃতি হয়েছে থার্য্য ।। আমি জানি জানে, প্রতিজ্ঞা বিহনে, প্রণয় করি কেমনে । করিলে এ কায, পাছে দেয় লাজ, মরিবা অতি সরমে ।। না জানি কারণ; প্রিয়ের মনন, এমন স্মরণ হীনে । ব্যর্থ কাল হরি; পরাণেতে মরি, বিরহানল দাহনে ।। জানিলে আভা সে, কেবা উপবাসে; থাকিতো গো এত কাল । বাস রেতে রতি; করিতাম রতি; যুবতী না হতো কাল ।। কান্তার যৌবন, বিফলে পতন; হলো আমা সঙ্গবিনে, বিরহে কাতর, হইয়ে বিস্তর, শাপ দেছে কত মেনে নারী হয়ে আগে, পতির যে আগে, না পারে কহি তে কথা । পুরুষ প্রথমে, সাধিলে সম্ভ্রমে; ধনী তরে

তোলে মাথা।। আমি তার সনে; কথপ কথনে; না রহিলাম কথন। তবে সে কেমনে, রহে আলাপনে, লাভে করি যতন।। পাইলাম টের; অদৃষ্টের ফের, আমাদের নাহি দোষ। করে যোগাযোগ;নাহি হৈল ভোগ; ভোগে ফেলিয়ে উপদ্র। হায়২ হায়; এমন যে দায়; নাহি দেখি কাহার রে। যৌবন রতন, নিরথ পতন; আপশে প্রাণ কাটেরে।। জীবন যৌবন, সময় বপন; গেলে নাহি ফিরে এসে। তাই অন্য আর; হইবে কাতর; ফুরাল কপাল দোষে।। চিন্তি এই মত;কহে মনমথ;প্রিয়শীরে প্রিয়ভাসে। ওহে রসবতী; এমত বিস্মৃতি; হইলে কোন দিবসে।। দেখ মনে ভেবে, সরোবরে যবে; এসেছিলে স্নান লাগি রমণীর বেশে, ছিলাম যে বসে; হয়ে তব অনুরাগী জানিবারে মন, মানবে তখন; দেহ প্রকাশন কালে ফাঁদিয়ে অবলা, লয়ে ক্ষুদ্র ভেলা, মারিলাম কাব্য ছলে।। আগে তব অঙ্গে; সঙ্গিনী প্রসঙ্গে, প্রতিজ্ঞা করিলে প্রকাশ। দেখিয়ে আমারে; মনে কি বিচারে, জানালে এ উপহাস।। যদি মোরে কেহ, কয়ায় বিবাহ; বিরহ সহিতে হবে। নারব আলাপে; সরিব প্রলাপে, প্রতিজ্ঞা পাছে না যাবে।। আপন ইচ্ছায়

অঞ্চল ধরায়ে; পাতিব যতনে যবে তদ্‌ পরে কাছে
শোয়াব নিশ্চিন্তে, প্রতিজ্ঞা পালন হবে ॥ তবে নাথ
সনে, রব আলাপনে; নচেৎ মরিব দুঃখে। এতেক ব
চন; শুনিয়ে তখন; গেলেম অতি অসুখে ॥ ভাবি
কত মনে; কিটেশ্বর সনে, করিলাম আলাপণ। বি
ধির নির্ব্বন্ধ; নাহি হয় বন্ধ, মিলাইল মম ধন ॥ প্র
তিজ্ঞা পালনে; নহিলে কেমনে; রতি লই তব স্থানে
নহে হেন ধর্ম্ম; করিতে একর্ম্ম; হ্রাস হয় নিজমান ॥
আজ দৈবকলে, বিছায়ে অঞ্চলে; শোয়াইলে তদুপরে
তাই হৈল ভাব, নহে অন্য ভাব, প্রেমতত্ত্ব পরস্পরে
আপনার পণ, নিজে বিস্মরণ; আমিতো জানি কেম
নে। পেলে পূর্ব্বে টের, ঘটিত কি হে ফের, থাকিতাম
আলাপনে ॥ বন্ধু বলে সত্য; পূর্ব্বের এ তথ্য; তুমি
জানিবে কি রূপে। কামে হয়ে রত; হতে নিদ্রা গত;
হৃদে ভাবি বিধি রূপে ॥

অথ মুঞ্জরীর প্রতিজ্ঞা স্মরণে জটিলতা ভাব
মনমথের স্থানে অভাব।

লঘু ত্রিপদী ॥ পতি মুখে সতী; শুনিয়ে ভারতি
স্মরণ হইল মনে। ভাবে এক চিত্তে, কেন আমি চি
ত্তে; লিখিলাম কুচ্ছ বেনে ॥ অকলঙ্ক চাঁদে; কলঙ্কে

র ফাঁদে; ফেলি[illegible]াম নাহি জেনে। এমত কারণ; না ছিল স্মরণ; উচাটন আলাপনে॥ নাহি দোষ তাঁর, হইল প্রচার; ঘটিল কপাল গুণে। বিধি নিদারুণ; বিরহ আগুণ, নির্ব্বান হবে কেমনে। আর আমি রত করিবারে হত; প্রাণ নাথের যে প্রাণে। ভাগ্যে আয়ু দয়, আছিল সদয়; তাই রাজ্য পেলে বেনে॥ সাধারণ দোষে; বসি সর্ব্বনাষে; হেন মতি হলো কেনে। সখীরা স্বজন; না হয় কথন; তাদের মন্ত্রণা শুনে॥ পাঠালেম পাতি; পিতার বসতি; তিনি কি ভাবিলেন মনে। করি যোগাযোগ, সয়ম্বর উদ্যোগ; করিলেন নিকেতনে॥ পাঠালেন সৈন্য; পতি বধ জন্য; তারা মলো অকারণে। রাষ্টমাত্র কেবল, হইল প্রবল; বিরহ অনল দাহনে॥ কাল পেয়ে কাল; দংশে চিরকাল, যৌবন কাল পতনে। গেল সে বিফলে; ধরিল না ফলে; অকালে যে আগমনে॥ না পেলেম রশ; খালি অপযশ; পুস্প হলো মধু হীনে। ক্ষাপ্ত সেতে মরি দুঃখে কাল হরী; পেলেম যে এত দিনে॥ হায়২ বিধি, এত বাদ সাধি; মিলাইলে প্রাণ ধনে। ধিক্২ ধিক; কি কব অধিক, ভাল দুঃখ দিলে জেনে। এত ভাবিবনী, হয়ে স্থির মানী; কহে স্বামীর সদনে।।শুহে

ঐ সময়; হইল প্রত্যয়, তুমি কি ছিলে উদ্দ্যানে ॥ আ
মার যে পণ; হয়ে বিস্মরণ; ইচ্ছা ছিল আলাপনে ৷
আপনি অগ্রেতে, কথা কোনমতে; কহিলে না অ-
আসনে ॥ হয়ে আমি নারী, অগ্রে নাহি পারি; যদি
মরি কাম বাণে ৷ দেখ নাথ ভেবে, নারী কোথা কবে
আগে থাকে আলাপনে ॥ আলাপন আশে; মুখে
না প্রকাশে; করেছি সংকেত মনে ৷ না বুঝে আপ
নি, হয়ে ম্রিয়মানী; রহিতে যে নিদ্রা দিনে ॥ অর
ণ্যে রোদন, কে করে শ্রবণ; জ্বালাতনে জ্বলি প্রাণে ৷
এবে মনেলয়; করনি প্রণয়; প্রতিজ্ঞার প্রবিধানে ॥
ইচ্ছা করে নারী, অগ্রালাপ করি; হয়ে কামের অধি
নে ৷ লজ্জার কারণ; ধর্য্যাবলম্বন; অধর্য্য বিরহাগুণে
দুজনে দিভাব, এই জন্য ভাব, অভাব হে তব সনে
না পেলেম সঙ্গ; কেমনে ঘটন; হয় তবে দুই জনে ॥
উভয় অন্তর; ছাড়া পরস্পর; পর ভাবিতে পরসনে
শেষে আমি নাথ, বিরহ আঘাত; অসহ্য হয়ে অন্ত
নে ॥ সদা উচাটন; করিছে রোদন, প্রবোধ না মানে
মনে ৷ দেখে এই দসা; সখীরা জিজ্ঞাসা, করিল মো
রে গোপনে ॥ দুঃখেতে মগনা; হইয়ে যন্ত্রণা, প্রকা

শিলেম যতনে। শুনিয়ে বৃত্তান্ত, মোরে করে সান্ত,
কান্তধ্বজভন্ন জ্ঞানে॥ না হবে কখন, স্বামী সংঘটন,
-যুক্তি বলি নিবারণে। বিশেষ লিখিয়া, পত্রে প্রকাশি
য়া, পাঠাও মনকাননে॥ পুনঃ সয়ম্বর, দিবে দণ্ড
র, সতীত্ব না যাবে রেনে। শুনিয়ে যুকতি, পাঠাজে
ম পাতি, পিতা লিখিলেন লিখনে॥ জামতার আ
গে, ছলনা সংযোগে, দিবপাতি আনয়নে। তেম
দুইজনে, আসিবে এখানে, বিনাশিয়ে তবধনে॥
পরে পুনঃপতি, মিলাইবে সতী, আর না ভাবিহ ম
নে। এতেক উত্তর, দিল রাজ্যেশ্বর, বিস্ময় হই জ্ঞাপ
নে॥ হেন অসম্ভবে, কেমনে সম্ভবে, বিনাশিবে অব
রণে। করে অনুমান, না পাই সন্ধান, ভাবি তাই নি
শী দিনে। পরে দেখ অত্রে, পেলে প্রাণ পত্রে, ছলে
লিখে নিমন্ত্রণে। পথে এ ব্যাঘাত, করেছে কে নাথ
না জানিহে স্বপনে॥ অনুমান চিত্তে, পিতার প্রেরি
তে, নৈলে কেবা এসে রণে। অন্যায় বিরোধে, কা
সাধ্য বধে, পিতার সামন্ত বিনে॥ সে যাহউক
লে, বহু পুণ্য ফলে, আপনি বাঁচিলে প্রাণে। ভাগ্যে
আয়ু ছিলো, তাইতো মঙ্গল, নচেত কি হতে বে
এইমত ধনী, কহে সত্যবানি, গুণমনীর চরণে। র

লে রায়; চিনিলে ভার্য্যায়, কেমন চাতুরি জানে।।

অথ মনমথে মুঞ্জরীর বিনয়।।

ধুয়া। রক্তাকর রমণী পরাণ ওহে রমণী পরা
ণ। করেছি অনর্থ হে অতি বধিতে তব পরাণ
দণ্ড দেহ দণ্ডধর; ধর২ অনুচর; অধর ও পয়ো
ধর, মূলাধার একারণ।।

ভঙ্গ ত্রিপদী। স্বামীর সাক্ষাতে ধনী২। স্বরূপ কহি
য়ে ভাবে খেলরে পরাণি।। লঘু পাপে গুরুদণ্ড২।
নাথের কাছেতে আমি হইলাম ভণ্ড।। এক্ষণে নাহি
উপায়২। বিনয় করিলে যদি রাখে রাঙ্গা পায়।। এ
ত ভাবি রাজ বালা২। কাতরে কহিছে নাথে আমি
হে অবলা।। ধরি পায় রসরায়২। করেছি অকায় অতি
বিরহ জ্বালায়।। মন্ত্রির মন্ত্রণা শুনে২। জনকে জা
নায়েছি নিবারণ মদনে।। কি বিচারে রাজ্যেশ্বর২।
হত্য করিবার মতে লিখিল উত্তর।। সে দোষ মোর
না লবে২। জানাইনী পদতলে এই যা সম্ভবে।। আ
মি ভাবিলাম মনে২। পিতার নিকটে গিয়ে বাঁচাব
জীবনে।। পথ মধ্যে এই ফাঁদ২। না জানি পাতিল
কেবা বধিবারে চাঁদ।। অনুমান করি মনে২। পিতার
প্রেরিতা হবে এই সে কারণে।। সত্য কহিলাম এই২

শিলেম যতনে। শুনিয়ে বৃত্তান্ত; মোরে করে সাও
কান্তধ্বজভঙ্গ জ্ঞানে॥ না হবে কখন; স্বামী সংঘটন
যুক্তি বলি নিবারণে। বিশেষ লিখিয়া পত্রে প্রকাশি
য়া; পাঠাও অনকাননে॥ পুনঃ সয়ম্বর; দিবে দণ্ডধ
র, সতীত্ব না যাবে রেনে। শুনিয়ে যুকতি, পাঠাজে
ম পাতি; পিতা লিখিলেন লিখনে॥ জামতার আ
গে ছলনা সংযোগে; দিবপাতি আনয়নে। তে মা
দুইজনে; আসিবে এখানে; বিনাশিয়ে তবধনে॥
পরে পুনঃপতি; মিলাইবে সতী, আর না ভাবিহ ম
নে। এতেক উত্তর; দিল রাজ্যেশ্বর; বিস্ময় হই জ্ঞাপ
নে॥ হেন অসম্ভবে; কেমনে সম্ভবে; বিনাশিবে অকা
রণে। করে অনুমান, না পাই সন্ধান, ভাবি তাই নি
শী দিনে। পরে দেখ অত্রে; পেলে প্রাণ পত্রে; ছলে
লিখে নিমন্ত্রণে। পথে এ ব্যাঘাত, করেছে কে নাথ
না জানিহে স্বপনে॥ অনুমান চিত্তে; পিতার প্রেরি
তে, নৈলে কেবা এসে রণে। অন্যায় বিরোধে; কা
সাধ্য বধে, পিতার সামন্ত বিনে॥ সে যাহউক
লে; বহু পুণ্য ফলে; আপনি বাঁচিলে প্রাণে। ভাগ
আয়ু ছিলো; তাইতো মঙ্গল, নচেত কি হতে বে
এইমত ধনী, কহে সত্যবানি, গুণমনীর চরণে। ব

বলে রায়, চিনিলে ভায্যায়, কেমন চাতুরি জানে।।

অথ মনমথের মঞ্জরীর বিনয়।।

ধুয়া। রক্তাকত রমণী পরাণ ওহে রমণী পরা
ণ। করেছি অনর্থ অতি বধিতে তব পরাণ
দণ্ড দেহ দণ্ডধর, ধর২ অনুচর, অধর ও পয়ো
ধর, মূলাধার একারণ।।

ভঙ্গ ত্রিপদী। স্বামীর সাক্ষাতে ধনী২। স্বরূপ কহি
য়ে ভাবে গেলরে পরাণি।। লঘু পাপে গুরুদণ্ড২।
নাথের কাছেতে আমি হইলাম ভণ্ড।। এক্ষণে নাহি
উপায়২। বিনয় করিলে যদি রাখে রাঙ্গা পায়।। এ
ত ভাবি রাজবালা২। কাতরে কহিছে নাথে আমি
হে অবলা।। ধরি পায় রসরায়২। করেছি অকায় অতি
বিরহ জ্বালায়।। মন্ত্রির মন্ত্রণা শুনে২। অনকে জা
নায়েছি নিবারণ মনেনে।। কি বিচারে রাজ্যেশ্বর২।
স্বত্র করিবার মতে লিখিল উত্তর।। সে দোষ মোর
না লবে২। জানাইনী পদতলে এই যা সম্ভবে।। আ
মি ভাবিলাম মনে২। পিতার নিকটে গিয়ে বাঁচাব
জীবেনে।। পথ মধ্যে এই ফাঁদ২। না জানি পাতিল
কেবা বধিবারে চাঁদ।। অনুমান করি মনে২। পিতার
প্রেরিত হবে এই সে কারণে।। সত্য কহিলাম এই২

অন্য যদি জানি আর তবে অজ্ঞ হই ॥ দাসী যা করে হে নাথ২। কহিলাম সত্য২ তোমার সাক্ষাৎ ॥ য তাথে নাহিক ভয়২। শুনেছি পুরাণে কত আছয় প্র ত্যয় ॥ যে তব বিধানে হয়২। দণ্ড দেহ দণ্ডধর পে য়েছি সময়৷৷ তোমার প্রসাদে এবে২। ঘুচিল বির হানল যাকর তা সবে ॥ ভুগেছি অনেক দুঃখ২। অ ন্তে মরণ ভাল না দেখাইনু মুখ ॥ অসহ্য সহিতা নহে২ হুহু করিত মন জ্বালাতনে দেহদহে ॥ সে যন্ত্রণা প্রকাশিতে২। নাহি পারি প্রাণনাথ দেখি কোনমতে কি জানিবে হৃদি রাজা২। যদ্যপি হইতে নারী জানি তে হে সাজা ॥ এবে আর সে কথায়২। নাহি কায র সরাজ পেয়েছি তোমায় ॥ ক্ষমাকর অপরাধ২। অ ন্নতি হইয়ে ছিল সাধিতে এবাদ ॥ যুবতীর পতি বি নে২। কে আর করিবে রক্ষা বলহে প্রাণে। শ্রীকণ্ঠ কহিছে হাসি২ ভয় নাই রসময়ী কেবা কয় দুষি ॥

অথ মুঞ্জরীর বিনয়ে মনমথের তুষ্টে মিলন।

পয়ার। ভার্য্যা মুখে অবগত হইয়ে বিশেষ। আ শ্চর্য্য মানিয়ে মনে চিন্তয় অশেষ ॥ রমণী অসাধ্য কায না দেখি জগতে। অনায়াসে বধিত মোরে অ ন্যের হাতে ॥ হৃদয়ে নাহিক মায়া মায়াপী মোথ

কে। চাতুরীর নাহি সিমা কম বলিব কাকে।। কথা-তে অবলা কহে কাযে কিছু নয়। কড়ি গণনার কালে কত লব কয়।। জানিলাম যেমত শট হয় গো নারী অন্তরে রহিল আর না করিবো বারি।। কিন্তু এক গুণেতে ভার্য্যায় ভাবি ভাল। সতীত্ব রাখিতে তার মনন আছিল।। পুনঃ সয়ম্বরে সতীত্ত ধর্ম্ম না যায়। এইজন্য লিখেছিল আপন পিতায়।। পতি থাকে পুনঃপতি না হয় কখন। আমারে বধিতে চায় রাজা একারণ।। এহাতে তাহার দোষ না করি গণনা। জেনেছিল মহারাজ রতি শক্তিহীনা।। আর নাহি দোষ যায় আপন জায়ায়। প্রতিজ্ঞা ছিলনা মনে পাইয়ে আমায়।। একারণ ধনীমনে ভাবে এই ভাব। অবস্য হইবে মোর পুরুষ সভাভাব।। বিনে আলাপণে থাকি রমণী সদন। পুরুষে না পারে হেন ধৈর্য্য অবলম্বন।। এতেক ভাবিয়ে ধীর দোষনাহি গণে। বিশেষ বিনয়ে তুষ্ট হইলেন মনে।। কহেন চতুর রায় রহাস্যর ছলে। পরিক্ষা বিহনে পর মুখেঝাল খেলে যে জন অশক্ত হয় রসরঙ্গে ধনী। অবস্য আলাপে থাকে আপন কামিনী।। বাসনা সতত করে সুই রতি দান। মুখে না ফুটে কিন্তু ক্ষুদায় জ্বলেপ্রাণ।। আশো

কের শোকে কত বিলাপে বিনায়ে । কথপ কথনে রা থে প্রিয়ায় বুঝায়ে ॥ তোমার সহিত মোর না হয় প্রণয় । নিদ্রাযোগে নাহি পর্শি শয়নে উভয় ॥ কেমনে এভাব তবে ভাবিলে প্রিয়শী ॥ নব ভাবাভাবে নব নাগরাভিলাষি ॥ এতেক বচন ধনীপতি মুখে শুনি মিনতি করিয়ে বলে কেমগুণমনি ॥ আপনি ভাবিলে দুঃখ দুঃখে প্রাণ দহে । করেছি অকায়নাথ মজিয়ে বিরহে ॥ যা হবার হয়েছে তা না আসিবে ফিরে বারং লজ্জা আর দিওনা আমারে ॥ রতনে ত্যাজিয়ে দেই অঞ্চলেতে গিরে । পূর্ণ্ণ ঘটে পদাঘাতে ফেলিলাম দুরে ॥ কেন হেন দুষ্ট মতি হয়েছিলো মোর । কোপান্নীত সৃষ্টীপতি উভয় উপর ॥ এমন অদৃষ্ট দুষ্টাভাব ভুমণ্ডলে । ত্যাজমনঃ হুতাসন গুণাকর বলে ॥

অথ মনমথ মুঞ্জরী উভয়ের গৃহে পুনঃ গমন
এবং সুরেন্দ্র রাজার লিপি প্রেরণে
উভয়ের প্রত্যুত্তর ॥

পয়ার ॥ রসবতী কাতরাতি দেখিয়ে অমার । কহিছে করুণা করি ভাবনা কি আর ॥ ভাল করেছিলে প্রিয়ে পাঠায়ে লিখন । প্রতীত রাখিতে তব আ

ছিল মনন।। ইথে যদি প্রাণনতে হইতাম তুষ্ট। ধর্ম্ম বিসর্জ্জনে আমি হইতাম ভ্রষ্ট।। এমত কুকর্ম্ম আর না হিক সংসারে। প্রায়শ্চিত্ত নাহি জার শাস্ত্রের আচারে।। কলঙ্কের ডালি লয়ে ভ্রমণে ইহকাল। দেহান্তে নরকে ফেলি প্রহারে যে কাল।। বিশেষ প্রকাশে পুঁথি হয় অধিকান্ত। মহাভারতেতে এহার আছয় বৃত্তান্ত।। সতীর পতির কভু বিপদ না হয়। নরে কি রখিতে পারে দেবের সংশয়।। তোমার কৃপায় প্রাণে পাইলাম রক্ষে। সতীত্ব পতিত হলে বধিত বিপক্ষে এতেক উত্তর যদি কৈল প্রাণ নাথ। শুনি ধনী অমনী আহ্লাদে ধরে হাত।। বলে যা কহিলে কান্ত আপনার গুণে। বিনি মূলে বিকালেম ঐরাঙ্গা চরণে।। জন্মে জন্মান্তরে যেন পাই স্বামী ছলে। বিধির বিবাদ হেতু অদ্য গেল জ্বলে।। বড় সাদ রহিলো হলো না রঙ্গরস। মধুহীনে যে মিলনে কিবল আপস।। বয়েস হইল ভারি ভারিত্ত এখন। রসে না টলিবে মন পতনে যৌবন।। আর নাথ এখানে থাকিয়া কিবা ফল। মিথিলা নগরে ফিরে সিঘ্র যাই চল।। শ্রবণে কুমার কহে উঠ অশ্ব পরে।।নিমন্ত্রণে নাহি কায অ রাজক পুরে।। এতেক বলিয়ে দোঁহে অশ্ব আরোহ

গে। আহ্লাদিত হয়ে চলে কথপ কথনে ৷৷ মনমথ প
শ্চাৎ ভার্য্যায় করি আগে। কত দেশ ছাড়াইল পব
নের বেগে ৷৷ পঞ্চম দিবসে পোঁছে পিত্র নিকেতন।
সবে ভাবে এরা রেখে এলো নিমন্ত্রণ ও এমত আশ্চ
র্য্য কাণ্ড অজ্ঞানিত বটে। পাণ্ডবের বিত্তাদৃষ্টে একে
আর ঘটে ৷৷ ওখানে সুরেন্দ্র পতি স্ব সৈন্য পাঠায়ে।
সভাকরি বসি আছে নৃপ গণ লয়ে ৷৷ পথ নিরক্ষণ
[illegible]নীর আশে। রজনী হইল শেষ শশী যায়
বাসে। কন্যা না আইল আর না আসিল সৈন্য। গম
নে ভবনে সবে সভাকরি শুন্য ৷৷ নৃপতি ভাবিল এরা
না আইল কেন। গমনে করেনি গতি বুঝি দুই জন
রজনী প্রভাতঃ কালে উঠিয়ে রাজন। লিপি লিখি
পাঠাইল জামতা ভবন ৷৷ কি কারণে আইলে না সু
রাট নগরে। ভাবিত রহিত করিবে সংবাদ গোচরে
লিপি লয়ে গেল ভাট যোগেন্দ্র ভবন। জমাদের ক
রে দিল চিনিয়ে তখন ৷৷ অধ্যয়ণ করি পাতি বুঝি
য়ে বিশেষ। রমণীরে জানাইল সশুর আদেষ ৷৷ জ
মারী জানিয়ে মনে লিখিল লিখন। সেই সুখে আ
ছি এবে এই নিবেদন ৷৷ মনমথ বিস্তারিত হয়ে বি
জ্ঞাপণ। লিখিলেন কিছু মম ছিল প্রয়োজন ৷৷

একারণ তথালয় নাহলো গমন। জশলে আছিগো প্রবে পত্রে বিবরণ॥ বসু বলে কত ক্লেশে হইল মিলন রতিরঙ্গে দেহ মন উভয় এখন॥

অথ মনমথ মুঞ্জরী উভয়ের প্রতুত্তর সুরেন্দ্র রাজার প্রাপ্ত এবং উভয় রহস্য॥

দির্ঘ ত্রিপদী। উভয়ে হরিষ হয়ে;নিজং পাতিদিয়ে দ্বিজবরে করিল বিদায়। লিপি লয়ে যায় ভাট; কেটিতে ভূপতি পাট; ঝাট আসি প্রবেসে সভায়। দুজনার দুইপাতি; দিল দ্বিজ সিঘ্রগতি; ভূমিপতি করে অধ্যয়ণ। জামতার মদ্দাবুঝি, কন্যার লিখন খুজি খুলিকরে করেন গ্রহণ॥ বিশেষ বুঝিয়ে মর্ম্ম, ধর্ম্মে রক্ষা কৈল ধর্ম্ম, অধর্ম্ম না হইল আমার। জমার আলাপে থাকি, বালামোর হলো সুখি; জ্বালাগেল ঘুচে একেবার॥ করিতে অন্যায় রণ; নাহি আর প্রয়োজন সৈন্য গণ কেনংতথা থাকে। সয়ম্বরে নাহি কায়,কহে এই মহারাজ, পুত্রী সুখে ভাষে মহাসুখে দ্বিজবরে দিয়েধন; নিশ্চিন্ত হয়ে রাজন; মন দেন রাজ্যের কার্য্যতে। এখানে অপুর্ব্ব মিলে,রসিক রসিকা মিলে;করে সুখে মিথিলা রাজ্যেতে॥ কিঞ্চিৎ তাহা

রতত্ত্ব প্রকাশে হই প্রবত্ত। মত্ত দোঁহে মত্ত আলা-
পনে। কামিনীর সুথ দেখি; আপনী হইয়ে সুখি; আ-
ইলেন সুখের কারণে।। অমাত্ত ভার্য্যার বাসে; আ-
সে রঙ্গরস আশে; বহুক্লেশে হয়েছে মিলন। কহে
ধীর হাসিঃ কোথা হে প্রাণ প্রিয়শী, প্রেমালাপ কর
উত্থাপণ।। সামান্য আজ্ঞার হেতু জ্বালায়ে বিরহা
নল, ছারখার করিলে এ দেহ। বিধি জল দিল এবে
আর কে সহিবে তবে; রতিদান দিয়ে মোরে দেহ।।
শুনি শশী মুখিকয়; সে কেমন রসময়; যদি হয় এ
মত আশ্চর্য্য। তাহে অনুমতি কভু; কোন রূপে নহি
প্রভু; সহিতে বঞ্চিত কি ব্যভার্য্য।। তবে এক সন্দ ম
নেঃ হইল তব বচনে; শ্রীচরণে করি নিবেদন। বিরহ
রত্ববানলে; মরিতে সদত জ্বলে; ক্ষণেক না হতো
নিবারণ।। পর পতি আলাপনে; বিরহ না যায় বেনে
হেন কথা কেন কহ নাথ। নারীর যেমত নীতি, পর
কান্তে দিলে রতি; সতীধর্ম্মে জন্মায় ব্যাঘাত।। তেম
তি নহে পদ্ধতি, পুরুষের যে সংহতি; অতি অল্পে য
দি থাকে ধর্ম্মে। অন্য রমনীর সঙ্গে; ছিলে না কি র
স রঙ্গে; কহিলে প্রত্যয় নাহি জন্মে।। ভার্য্যার বচন
শুনি; কহিছে নাগর মনী; যামিনী বঞ্চিয়ে একত্রে

তে। নাগেল তব সংশয়; হেন কি সম্ভব হয়; কোথায় গিয়াছি। কিরূপেতে॥ তব প্রণ লাগিয়া; সদাছিল জ্বালাতন; আলাপণ না হলো অদৃষ্টে। নিজ ধন যে সঞ্চিতে তাহাতে হয়ে বঞ্চিতে; প্রীত কিরূপেপর উছিষ্টে॥ দৃঢ় বিবেচনা করি; শুন প্রিয়ে প্রাণেশ্বরী তোমাবিনে নাহিজানি আর। নিদ্রাবশে যদি থাকি; স্বপ্নে তব রূপ দেখি; ভ্রান্তে ভ্রান্তি নাহি একবার॥ পতি বাক্যে রসবতী; আহ্লাদিত হয়ে অতি; ঈষৎ হাসিয়ে কহে কান্তে। কৌতুকের ছলে রায়; কহিলাম তব পায়; মনের মনন থালি জানতে॥ তরধনী অচিরাতে; সুখে কর ভোগ যাতে; ব্যাঘাত গেল এত কালেতে। শ্রীকণ্ঠ কহে কৌতুকে; রতিলও নিষ্কণ্টকে; কণ্টকে কণ্টক উৎপাটিতে॥

অথ মনমথ মুঞ্জরী উভয়ের মতাবলম্বীত রতি ক্রিয়া॥

ললীত॥ আহ্লাদিত হয়ে অতি ছলে অনুমতি সতী পতি আগে দিল। রসে মন টলমল অতিশয় বে আশে যে চাঞ্চল্যে প্রকাশিল॥ সুখের স্বপথ সুখে বোধে লোভ অব লক্ষে করেছে মানব। তাহে শুধাইল স্বামী সুখগামি নিজ২ অন্তর শায়েব॥ শুবণে

শ্রবণ করি আক্রমনে মদন সদনে ডাকা হৈল । তাহা
রু কটাক্ষে : আহিত প্রত্যক্ষে কামে নৃপ দর্শ শক্ত হৈ
লো ।। ইঙ্গিতে পাইয়ে ইচ্ছা ঈষৎ হাসিয়ে কান্ত ধ
রে নাগরীরে । অনঙ্গ রঙ্গেতে অঙ্ক কাম কূপ উত্তলে উ
থলে ধিরে২ । অঙ্গের অম্বরী খসায়ে মর্দ্দিয়ে রস কল
রসাঙ্কের আশে । অধরে২ দিয়ে সাদরে সুধাধরে
নিজ সুখ মানসে ।। চুম্বই চাঁদ অলোসাদ সাধে প্রেম
বন্দে চাপিয়ে কলেবরে । পরিধানে পরি হরী পরে
নাগর নাগরী পড়ে শয্যাপরে ।। সমর সদৃশ ধনু ধ
রী বাহিরায় বিপক্ষের সাপক্ষেতে । গুণাকর লইয়ে
গুণ গুণ দেন অতলস্পর্শ গবাক্ষেতে ।। বাহু ভুজে ধরি
যুঝে রতি রণে দুই জনে ঘোর তর২ । নাগর ভুতলে
কভু নাগরী হৃদয়াকাশে নাশে যে তিমির ।। আসে
পার্শ্বে কত বেশে কভু রিতি নীতিমত কাযে রসরায়
থাকিয়া২ চাপিয়া২ শীৎকারে দোঁহে উভরায় ।। নি
ম্নভাগে নিতম্ব সদয়ে সহায়ে সদাই রতি পতিকাযে
রণ বাদ্য হয় শব্দ নূপুর কঙ্কন সঘনে ঘুঙ্গুর বাজে ।।
কম্পবান কলেবর ঝর২ ঝরে ঘর্ম্ম প্রেমের শ্রমেতে ।
আহুতি হলে সামন্ত পতি কাতি হইলেন সমরে ক্র
মেতে ।। দুই অঙ্গ অচেতনে অবলম্বনে ক্ষণে রহি চে

ত্ন পায়। উর্পজীল হাস পরি বাস সন্ত্রমে রস বতী বাহিরে যায়॥ জিবন প্রদানে সখীগণে গমনে দেখে ধনী লজ্জিত হয়। তারত মাঝে এমত কাযে ত্যাজ লাজ রায় গুণাকর কয়॥

অথ রানীর সহিত যোগেন্দ্র রাজার স্বর্গা রোহণে মনমথের রাজ্য॥

পয়ার॥ রসিক রসিকা দোঁহে রসরঙ্গ সারি। হরিষে বাসর পরে পালঙ্গ উপরি॥ রতি২ পতি জিনি দুঁহার গৌরব। সৌগন্ধি লেপীত অঙ্গে পুষ্পের সৌরভ॥ মিষ্টন্ন পান করে জল পান করি। সমুখে আসিল সিয়্য যত সহচরী॥ তাম্বুল কর্পুর কেহ দেয় দোঁহা মুখে। চামর ব্যজন কেহ করে মনো সুখে॥ অনঙ্গ প্রসঙ্গে সাঙ্গে সুখের সর্ব্বরী। মনো দুঃখ প্রকাশয় নাগর নাগরী॥ হেন কালে পূর্ব্ব দিকে তপণ উদয়। বিদায়ের বিদায় চাহেন রসময়॥ শুনি শুলোচনা কহে তুমি মম প্রাণ। পলকে২ মোর প্রলয় সমান॥ এ নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর। না হেরে কেমনে রব এ চারি প্রহর॥ তবে যদি যাবে নাথ এ কান্ত বাহিরে। দরশন দিবে বল দিবস ভিতরে॥ ভার্য্যার মানস বুঝি মনমথ কয়। দর্পণ সদৃশ দৃশ্য উভ

য় নিশ্চয় ।। তোমার যেমন দুঃখ ততোধিক মোর । ভাবি বাড়াইলে প্রেম ভুম হে কঠোর । বলিতে না হ বে প্রিয়ে অয়সব আপনি ।। ক্ষণে অদর্শনে হবে অদ র্শন প্রাণি ।। এতেক বলিয়ে রায় বিদায় হইলো । নিজ২ কম্ম দোঁহে সমাধা করিলো ।। মধ্যে২ দরশন হয় দুজনায় । কতদিনে যাবে দিন ভাবে উভরায় ।। রসিক রসিকা ভাবে ক্ষণে যুগ জ্ঞানে । অন্তর হইলে সদা অন্তরেতে ধ্যানে ।। এমত সময় শশী আসিয়ে উদয় । স্নেহে হরষিত অতি হইল উভয় ।। রমণীর রসে ধীর তরিতে যাইয়ে । কামক্রিয়া করে দোঁহে কামেতে মাতিয়ে ।। অনঙ্গ প্রসঙ্গে রঙ্গে জাগিয়ে যামিনী । রাজ ক্রিয় কর্ম্ম দেখে দিনে গুণমনী ।। এ ই রূপে কিছু দিন মোধে কাম ধার । রাজারাণী স্ব র্গাগত শাপি অধিকার ।। শুদ্ধান্তে পিত্রাসনে বসিয়ে মনমথ । প্রজাগণে পালে সুখে যেন মম সুত ।। দু ষ্টের দমনে তুষ্টে শিষ্টে পুরস্কার । যশেতে পুরিল ক্ষিতি শস্য শুভাকার ।। যাগ যগ্য ধ্যাণ দান করয় বিস্তর । দীন হীন নাহি রয় হয় ধনেশ্বর ।। বিক্রম আজ্ঞায় রচে শ্লোকে কালী দাস । ভাষায় রচিল রা য় গুণক্য নিবাস ।।

অথ রতি। মনমথের পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তে গমণ ।।

পয়ার ।। প্রকাশিতে নারিলাম শেষোক্ত বিষয়
অতএব সতী ঋতু বতী হইল প্রথমা ।। না হইল পুনঃ রি
তা কিম্বা পুষ্প দাগা । কেহ না শুধালে তত্ত্ব সোনার
সোহাগা ।। আবারে রচিতে হবে গর্ভ অনুষ্ঠান । ঋ
তু না হইলে পর পরে কি বিধান ।। অনুমান করি এ
ই হইবে নির্জ্জন । ঋতু না হইলে নারী নাহি জানে
রস ।। বিবাহ করিয়ে যবে এনেছে ভবনে । সেই কা
লে হবে এই বৃক্ষ বিজ্ঞ জনে ।। আপনার মনোদুঃখে
মরে ছিল ধনী । সেই জন্য প্রকাশ না করে অনুমানী
এক্ষেণে হইল পুনঃ ঋতু বতী সতী । চতুর্থ দিবসে স্না
ন করি হর্ষে অতি ।। বেশ ভূষা করি ধনী গুণ মনী
আশে । নিরক্ষণে আছে পথ কতক্ষণে আসে ।। নাথ
লাগি নিশা নাথ হইয়ে সদয় । পর সুখে সুখি অন্য
গগণে উদয় ।। শশী হেরি শশীরে হেরিতে যায় রায়
উপনিত হলো আসি প্রিয়শী যথায় ।। কৌতুক প্র
সঙ্গে রঙ্গে রস রঙ্গ করে । অলসে মুদিত নেত্র নিদ্রি
ত কাতরে ।। সেই তর্কে হৃদি পদ্মে শুক্রের সঞ্চার ।
মুদিত হইল পরে গর্ভের আকার ।। যামিনী প্রভা
ত কালে উঠিয়ে দুজন । নিজ২ কার্য্য করে হরষিত

মন॥ এই মত কিছু দিন গত হয়ে কায়। তিন মা জ্ঞা [illegible] নল সবে পরমাপ্যায় [illegible] র নারীশমত্য যেমত [illegible] য়ঃপ্রকরণ। করিলা সকলে মিলে সাধোদী ভক্ষণ॥ পূর্ণ দশমাসে ধনী পুলকে নন্দন। মনমথ শুনি ক রে ধন বিতরণ॥ নাসন্দী হইলে পরে করি ষষ্ঠী পূজা। ছয় মাসে অন্ন মুখে সুখে দেয় রাজা॥ পুত্রে প্র রহিলা নাম জনকের মতে। বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসর হইল ক্রমেতে॥ বিবাহ প্রভৃতি যত আছিল করণ। সময়েতে পিতা সুখে আপনি রাজন॥ পারকতা দেখি কার্য্য রাজ্য সমাপণ। করিলেন পুত্রে রায় সুখি সর্ব্বজন॥ শাকরীর বাম পদ হৃদে আশ করায়। রচিল শ্রীকণ্ঠ রায় মনমথ মুঞ্জরী॥

অথ মনমথ মুঞ্জরী উভয়ের শাপ বিমোচনে
স্বর্গারোহণ॥

দির্ঘ ত্রিপদী॥ পুত্রে রাজ্য ভার দিয়ে, রাজন নিশ্চিন্ত হয়ে; সাদে সুখে পরঃকাল কায়। দান দে ন দুঃখী দেখে, সকলেতে থাকে সুখে; কি কহিব সে রূপ সৌন্দর্য্য॥ বয়সের হলো শেষ, উভয়ের পকক কেশ; পূর্ব্ব বেশ পরশেষ হলো। কলেবর ক্রমে ক্ষয়; শাস্ত্রের নিয়ম পূর্ব্বক, বিধি নিজ দূতে পাঠাইল

[illegible]নিতে দোঁহারে স্বর্গে, থাকিতে দেব সংসর্গেঃ যেমত আছিল পূর্ব্বমত। দূত আসি দোঁহা [illegible] ক হে যে নিয়ম পূর্ণে, হতে হবে শিঘ্র স্বর্গাগত॥ মানব জনম পেয়েঃ রাজ্যধনে মত্ত হয়েঃ রহিলে যে ভুলে একেবারে। অনিত্যরে পেয়ে নিত্যঃ নাহি চিন্ত সেই নিত্যঃ বদ্ধ হয়ে কাল মায়াডোরে॥ আত্মানয় নিজ আত্মঃ পরেরপর ভাবিআত্মঃ মত্তহলে মনুষ্যর প্রেমে কাল পূর্ণে বুঝ্যা মোরে, তোমাগণে আনিবারেঃ পাঠাইলত্যাজি মনোভ্রমে॥ শুনিয়ে অমার রায়, বিশেষ কহি জায়ায়ঃ যাওনের করেন উদ্যোগ। স্ব অধিকারস্থ জনেঃ ডাকাইয়া তত্ত্বক্ষণেঃ সুতে সঁপে করি অনুযোগ॥ আত্মিয় বন্ধু বান্ধবঃ শুনিয়ে নিষ্ঠুর রবঃ শব হৈল সবে বর্ত্তমানে। শোকাজ্বল হয়ে চিতে, অধৈর্য্য হয়ে ধরাতেঃ পড়িয়ে বিলাপে শুন্যজ্ঞানে॥ হাহকার মিথিলায়ঃ বুঝাইয়া সবে রায়, বিদায়ের নিল অনুমতি। জায়ারে করিয়ে সাতেঃ মনমথ স্বর্গ পথেঃ স্বশরিরে করিলেন গতি॥ প্রবেশি গোলক ধামেঃ গোলক নাথে প্রণামে, চলিলেন বিধির নিকটে॥ দোঁহে গল কৃত্তবাসেঃ আসিয়ে বৃহ্মার পার্শ্বে, প্রণমিয়ে রহে কর পুটে॥ আর করিলেক স্তবে, দুই জনেভক্তি

স্নানে, দেখে বিস্মিত হৈল মনেতে। কহেন করুণা ভা. রে, হেনভাগ্য ছিলো ভবে,ভব ক্রোধে পাড়ি উভয়েতে, শ্রবণে বুদ্ধার বাক্য, মুখে নাহি সরে বাক্য, অশ্রুপা ত হয় অনিবার। কিঞ্চিৎ বিলম্বে কয়, নিজ২ পরিচ য়,যত দুঃখ করেছে সীকার।। বিধিশুনে বিষাদীতে কহে ভক্তে কৃপাস্নিতে, পিতে হয়ে দিল হেনদণ্ডে। কি করিবে বল তার, ভেবনা২ আর, ললাট লিখন না হি খণ্ডে।। পূর্ব্বমত থাকসুখে, যেওনা কৈলাশ দিকে দুঃখে পাছে ফেলে ভোলা পুনঃ। বুদ্ধার শুনিয়ে নী ত, হৈল অতি হরষিত, পুর্ব্বরূপ রহে দুইজন।। কালী দাস শ্লোক ছন্দে, কাব্য রূপে নব্যবন্দে, রাজা বিক্র মাদিত্য আদেশে। নিরাঞ্জনে ক্ষণে স্মরি, নানামত ছন্দ করি, সুগন্ধ্য নিবাসি বসু ভাষে।।

অথ রাজা বিক্রমাদিত্যর সংশয় বিমোচন।

দির্ঘ ত্রিপদী।। কাব্য ছলে কালীদাস, করিল প্রশ্ন প্রকাশ, মনমথ মুঞ্জরী উপাক্ষণ। শ্রবণে আনন্দ চি ত্তঃ হয়ে বিক্রম আদিত্যঃ তথ্য কে টকরি উত্থাপণ কহিছেন কবি রত্নেঃ সংশয় নিরাংশা অন্যঃ প্রতিজ্ঞা য়ে যে প্রবিধান করি। একেলনা পণতারঃ কভুনাহি শু নি আরঃ নিজপণ পালন করে নারী।। যে জন প্রকা শ করেঃ সেই পালয় করেঃ তবে তার পণের কিবা

কায ৷ এক জনে করে পণঃ অন্যায় করে পালনেঃ পুন্ন পর ঘচ্ছেয় ক্ষিতিমাঝ ৷৷ শুনি কবিরত্ন কয়ঃ অভ্যহঃম হাসয়;একথা প্রতিজ্ঞার নহেযোগ্য ৷ বিরহে দারুন হেতু; জন্ম ইল বাক্য হেতুঃ হেত হয়ে উভয়ের অভাগ্য এই বাক্য শুণীগণেঃ পণ মধ্যে নাহিগণেঃ আমি কিন্তু গণিলাম এপণ ৷ কারণ তাহার কইঃ পণ নহে হেতু বইঃবাক্য মাত্র হেতু হয় ঘটন ৷৷ কিন্তু আমি হেতুরূপ প্রকাশকরি কিরূপেঃ হেতুনাহি হয়কথারযোগ্য ৷ সাধারণে হেতু শুণীঃ অবধানে গোলগণিঃ উপস্থান করে পাছে অবিজ্ঞ ৷৷ এইজন্য কহারাজঃ হেতুবাক্য নাহি কায়;পণ ভাবি করিলাম প্রকাশ ৷ শুনি উজ্জলাধী পতিঃ সন্তুষ্ট হইয়ে অতিঃ পুনঃ কহে শুনহে কালীদাস যেবাক্য গণিয়ে পণঃ কহিলে মম সদনঃ মুঞ্জরী যাহা কহে মন্মথে ৷ ঐ প্রতিজ্ঞা সবাকারেঃ ধনী কি প্রকাশ করেঃ নিরক্ষণে যেই জনে দেবেতে ৷৷ শুনি কবিরত্ন বলেঃআরজনে দেবছলেঃ কোন স্থলে দর্শন নাহি পায় ৷ অনুমান করি মনেঃ দেখা পেলে অন্যজনে, বুঝি প্রতিজ্ঞা প্রচারিতো তায় ৷৷ অদর্শনে অন্যজনেঃনাহিজানে অন্যজনেঃ এই জন্য কহি গোপন পণ ৷ কিবল সঙ্গিনী গণঃ জানিতো বালার পণঃ তারাকেহ অন্যে নাই সদন ৷৷ তাদের আইলে কেহঃ মদন জ্বালা

র দেহঃ দাহন নাহি হতো কোনক্রমে। বিরহ প্রকাশ কালেঃ কন্যা মনে দিতো তবেঃ এতকাণ্ড হলে। কেবল ভ্রমে ॥ শুবণে বিক্রমাদিত্যঃ নিমাংশে সংশয় ত্যজঃ কালীদাসে কহে করুণা ভাষে। বড় আশ্চর্য্য বিলম্বঃ সম্ভবে সম্ভব হয়ঃ তুমি যথন আনহে বিশেষে ধন্যবাদ করি রায়েঃ যুবতী কামিনী লয়েঃ তারা তাবে বঞ্চিল বিভাবরী। হরহতে করিমান্যঃ যে করেকামে অমান্যঃ অসাধ্য সাধন হইতে ভারি ॥ ওহে কালীদাস কবীঃ লিখ এই শ্লোক কটীঃ কামানল হইলে প্রজ্বলিত। দৃষ্টমাত্রে বিবরণ; হবেক্ষন নিবারণঃ মম পক্ষ্য হইল এই রীত॥ সেই দণ্ডে কালীদাসঃ লিখনে করে প্রকাশঃ দ্বাদশ শ্লোক রাজ আজ্ঞায়। সেই শ্লোক ভাষামতেঃ নানা ছন্দ গাঁতি তাতেঃ বিরচিল শ্রীকণ্ঠ নাথ রায় ॥

ইতি পুস্তক সমাপ্ত ॥